ভোরের কাগজ

তারিখ ... 21 JAN 2006 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

প্রয়োজন কর্মমুখী শিক্ষা

প্রতি বছর চট্টগ্রামে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনাল ও দাখিল পরীক্ষায় গড়ে ১ লাখ ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী পাস করে। এর মধ্যে মাত্র ৪ হাজার ৭৪০ জন ছাত্রছাত্রী নামীদামি কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। ছাত্রছাত্রীরা অনেক বড়ো আশা নিয়ে ১০ বছর হাইস্কুল, ভেকেশনাল ইনস্টিটিউট, মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে। তাদের স্বপ্ন থাকে বড়ো হয়ে জাতির, সমাজ ও নিজের জন্য কিছু একটা করবে।

অভিভাবক বিনিয়োগ করেন তার সন্তান শিক্ষা গ্রহণ করে সংসারের হাল ধরবে। বাস্তবে কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের অভাবে বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে নিজের, পরিবারের, সমাজ ও দেশের কল্যাণে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না।

প্রতি বছর জাতির ১ কোটি শিক্ষিত বেকার যুবকদের সঙ্গে বৃহত্তর চট্টগ্রাম থেকে ১ লাখ ১৬ হাজার নতুন সদস্য সংযোগ ঘটে মাত্র। অথচ চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ১ লাখ ২০ হাজার এসএসসি পাস ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেক অর্থাৎ ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিলে দেশের অর্থনীতির বিপ্লব ঘটতো। জনসম্পদ অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদে পরিণত হতো।

বাংলাদেশে অধিকাংশ ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে রাজধানী শহর ঢাকা ও অন্যান্য জেলায়। অজ্ঞতা, যোগাযোগ ও ভর্তির তথ্যের অভাবে এসএসসি পাস করার পর চট্টগ্রাম জেলার ছাত্রছাত্রীরা ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না। চট্টগ্রামে ৯৭% ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক জানেন না ডিপ্লোমা শিক্ষার গুরুত্ব। ডিপ্লোমা পান করার পর সঠিক সময়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহের অভাবে কাঙ্ক্ষিত চাকরিটি গ্রহণ করতে পারেন না অনেক ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণকারী। তাই এখন প্রয়োজন কর্মমুখী ডিপ্লোমা শিক্ষা।

এম নাজিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম।